নফল রোযা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনা : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক
আলী হাসান তৈয়ব

1433 - 2012

IslamHouse.com

صوم التطوع

« باللغة البنغالية »

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة: محمد شمس الحق صديق
علي حسن طيب

1433 - 2012

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]—

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

[illegible] (صحيح : البخاري)

[illegible] :

[illegible]

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ».

[illegible]

[illegible]

[illegible]

« صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ ».

‘আরাফা দিবসের রোযা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আশা করি যে , তা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের পাপের কাফফারা হবে। ’ (মুসলিম : ২৮০৩)

তবে যারা হজ পালন অস্থায় থাকরে তারা এ দিন রোযা রাখবে না।

মহররম মাসের রোযা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ».

‘রমজান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হল রাতের নামাজ। ’ (মুসলিম : ২৮১২)

শাবান মাসের রোযা

হাদিসে এসেছে —

عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ .

আয়েশা রা . থেকে বর্ণিত তিনি বলেনে : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান মাস ব্যতীত অন্য মাসে অধিক পরিমাণে নফল সিয়াম পালন করতে দেখিনি। (বুখারী : ১৯৬৯)

5

[illegible]

[illegible]—

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى - صلى اللهُ عَليه وسلم - بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ .

[illegible] (: [illegible])

[illegible]—

« صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ ».

‘প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা ও এক রমজানের পর পরবর্তী রমজানে রোযা পালন পূর্ণ বছর রোযা পালনের সমান ’। (মুসলিম : ২৮০৪)

মাসের যে তিন দিন রোযা রাখা হবে সে তিন দিনকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় ‘আইয়ামুল বিয ’। এ তিন দিন হল চান্দ্র মাসের তেরো , চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ। বিয শব্দের অর্থ আলোকিত। এ তিন দিনের রাতগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চাঁদের আলোতে আলোকিত থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রোযা গুরুত্বসহকারে আদায় করতেন। হাদিসে এসেছে —

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ.

ইবনে আব্বাস রা . থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ও মুকিম কোন অবস্থাতেই এ রোযা ত্যাগ করতেন না। (নাসায়ী : ২৩৪৫)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

সপ্তাহে দু ’দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা পালন সুন্নত। হাদিসে এসেছে —

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال : ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه (رواه مسلم)

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ « ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ ».

7

আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত দেয়া হয়েছে বা আমার উপর কোরআন নাজিল শুরু হয়েছে। (মুসলিম : ২৮০৪)

হাদিসে এসেছে :—

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَـالَ « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْـرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ ».

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই আমি পছন্দ করি যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি রোযা অবস্থায় থাকব।’ (তিরমিযী : ৭২৫)

একদিন পর পর রোযা পালন

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —

أحب الصـيام إلى الله صـيام داود، وكـان يصـوم يوما ويفطر يوما. (رواه مسلم)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ... وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ».

৪

‘আল্লাহর কাছে (নফল রোযার মধ্যে) সবচেয়ে প্রিয় রোযা হল দাউদ আ .-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন ভঙ্গ করতেন। ’ (মুসলিম : ১১৫৯)

আশুরার রোযা

হাদিসে এসেছে —

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ».

আবু কাতাদা রা . থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল , তিনি বললেন : ‘তা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা। ’ (মুসলিম : ২৮০৪; তিরমিযী : ২৮০৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে —

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . . . صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله (رواه مسلم(

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- ...وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ ».

‘আবু কাতাদা রা . থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ...আশুরা দিনের রোযাকে আল্লাহ তাআলা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে আশা।’ (মুসলিম : ২৮০৩)

9

[illegible]

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ وَأَمَـرَ بِصِـيَامِهِ قَـالُوا يَا رَسُـولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَـوْمٌ تُعَظِّمُـهُ الْيَهُـودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـإِذَا كَـانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَـوْمَ التَّاسِعَ قَـالَ فَلَمْ يَـأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[illegible]

عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيـهِ ، عَنْ جَـدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَـالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا يَوْمَ عَاشُـورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

[illegible]

আশুরার রোযা পালনের পদ্ধতি

(ক) মহররম মাসের নবম ও দশম তারিখে রোযা রাখা। এ পদ্ধতি অতি উত্তম। কারণ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আশুরার রোযা পালনের সংকল্প করেছিলেন। ইতিপূর্বে আলোচিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস এর প্রমাণ।

(খ) মহররম মাসের দশম ও একাদশ দিবসে রোযা রাখা। এ পদ্ধতিও হাদিস দ্বারা সমর্থিত। যদি কেউ নবম তারিখে কোন কারণে রোযা রাখতে না পারে তা হলে সে এ পদ্ধতিতে রোযা রাখবে।

(গ) শুধু মহররম মাসের দশম তারিখে রোযা রাখা। এ পদ্ধতি মাকরূহ। কারণ এটা ইহুদিদের আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম: ইমাম তাইমিয়া) ও (রদ্দুল মুহতার: ইবনে আবেদীন)

নিষিদ্ধ সিয়াম:

রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিনগুলো হল

এক. ঈদুল ফিতরের দিন।

দুই. ঈদুল আজহার দিন (জিলহজ মাসের দশ তারিখ)

তিন. জিলহজ মাসের এগারো তারিখ।

চার. জিলহজ মাসের বার তারিখ।

পাঁচ. জিলহজ মাসের তেরো তারিখ।

11